গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী
স্থানীয় সরকার শাখা
www.noakhali.gov.bd

আসন্ন পবিত্র ইদুল-আযহা, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে পশুর হাটের নিরাপত্তা, হাটের ব্যবস্থাপনা, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি এবং দ্রুত বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকল্পে প্রস্তুতিমূলক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান জেলা প্রশাসক
সভার তারিখ	২২-০৭-২০২০ খ্রিঃ
সভার সময়	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষ (জুম অ্যাপসের মাধ্যমে)
উপস্থিতি	...

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আহবানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন যে, আগামী ০১/০৮/২০২০ তারিখ ইদুল-আযহা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, করোনা (কোভিড-১৯) ভাইরাসজনিত মহামারীর কারণে এ বছর সরকারের পক্ষ হতে জারিকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী ইদুল-আযহা অনুষ্ঠিত হবে। পবিত্র ইদুল-আযহা উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি পালন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি কোরবানির পশুর হাট আয়োজন, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি করা এবং দ্রুততম সময়ে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য আজকের সভার অয়োজন করা হয়েছে।

সভার সিদ্ধান্ত : সভায় সকলের বক্তব্য গ্রহণ শেষে সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন :

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থা
০১	পশুর হাটে ইজারাদার, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের নিরাপত্তা প্রদানে পর্যাপ্ত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পশুরহাটে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	১। পুলিশ সুপার, নোয়াখালী ২।বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নোয়াখালী ৩।উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নোয়াখালী
০২	কোরবানির পশুর হাটে ক্রেতা-বিক্রতার একমুখী চলাচল থাকতে হবে অর্থাৎ প্রবেশপথ এবং বহির্গমনের পথ পৃথক হতে হবে। পাশা-পাশি সকলে যাতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। হাটের প্রবেশ মুখে ক্রেতা-বিক্রেতাসহ প্রত্যেকের তাপমাত্রা মাপার জন্য যন্ত্র, হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত বেসিন, পানি, জীবনানুনাশক সাবান রাখতে হবে। সবাইকে আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করতে হবে।	১। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
০৩	পশুর হাটে প্রবেশকারী সকলকে সামাজিক দূরত্ব অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাড়ানো, ভিতরে সারিবদ্ধভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রবেশ ও বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভিড় এড়াতে পবিত্র ইদুল-আযহার ২/১ দিন পূর্বে পশু ক্রয়ের পরিবর্তে সময় হাতে রেখে পশু ক্রয়কে উৎসাহিত করতে হবে। পশুর হাটে পশু ও ক্রেতার মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে। বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে পশুর হাটে প্রবেশে নিরুৎসাহিত করতে হবে।	১। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
০৪	অন লাইনে পশুর হাট আয়োজনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান করত হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য-সেবা কেন্দ্র/ ডিজিটাল সেন্টারসমূহ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।	১। মেয়র (সকল) পৌরসভা ২।উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
০৫	সড়ক/মহাসড়কের পাশে কোন ক্রমেই পশুরহাট বসানো যাবে না। এ নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নোয়াখালী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

০৬	সারাদেশে নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানির পশু জবেহ করা নিশ্চিত করার জন্য সকল পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জনগণকে পশু কোরবানির জন্য পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। জনগণ বাসা/বাড়ির আঙ্গিনায় পশু জবেহ্ করতে পারেন, তবে নিজ দায়িত্ব দ্রুততম সময়ে বর্জ্য অপসারণ করতে হবে। কোনক্রমেই উন্মুক্ত স্থানে কিংবা সড়কে পশু জবেহ্ করা যাবে না।	১। মেয়র (সকল) পৌরসভা ২।উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
০৭	উপজেলা পর্যায়ে দ্রুততর সময়ের মধ্যে হাটের নিরাপত্তা, হাট ব্যবস্থাপনা ও কোরবানির বর্জ্য অপসারণ এর বিষয়ে ইজারাদার, বাজার কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
০৮	সকল পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পশু জবাই এর স্থান স্বাস্থ্য সম্মত রাখতে হবে। বর্ষাকাল বিবেচনায় উক্ত স্থানে সামিয়ানা/ত্রিপল টাঙ্গানোসহ জনগণকে প্রয়োজনীয় বসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মেয়র (সকল) পৌরসভা ২।উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
০৯	ইদুল-আযহার জামাত ধর্ম মন্ত্রণলয়ের নির্দেশনা মেনে আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আগামি দুই জুমার নামাজে ইমাম/খতিবগণ যেন করোনাকালীন কোরবানি ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে মুসল্লিগণের সামনে আলোচনা করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সকল শিক্ষককে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নোয়াখালী
১০	২৪ ঘন্টার মধ্যে পশু কোরবানীর বর্জ্য অপসারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানসমূহ দ্রুততম সময়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করবে এবং ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করবে। ব্যক্তি উদ্যোগে বাড়ির আঙ্গিনায় পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে নাগরিকদের উদ্যোগে কোরবানীর স্থান পরিস্কার করে ধূয়ে ফেলা .এবং ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনাতা সৃষ্টি করতে হবে।	১। মেয়র (সকল) পৌরসভা, ২।উপজেলা পরিষদচেয়ারম্যান (সকল) ৩।উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১১	সকল পশুর হাটে মেডিকেল টিম ও পশু স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ভেটেরিনারি চিকিৎসক/সার্জন এর অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। কোরবানির পশুর-হাটের প্রবেশপথে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে ক্রেতা বিক্রেতা সকলের তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। সিভিল সার্জন, নোয়াখালী ২।জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নোয়াখালী

বিবিধ সিদ্ধান্ত :

০১) **কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ :** কোরবানীর নির্দিষ্ট স্থানটি ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ দিয়ে ভালোভাবে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে। কোরবানী বর্জ্যসমূহ যথাযথ নিয়মে দ্রুত অপসারণ/নিষ্কাশনের নিমিত্ত পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।

০২) **পশুর চামড়া অপসারণ :** বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো এবং চামড়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পশুর চামড়া অপসারণে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৩) পশুর চামড়ার দাম সংক্রান্ত নির্দেশনা পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হবে।

০৪) করোনা পজিটিভ কোনো ব্যক্তি পশুরহাট, ঈদের জামাত ও কোরবানির কোন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না।

০৫) ভিড় এড়াতে মূল্য পরিশোধ ও হাসিল আদায় কাউন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

০৬) সকল পশু একত্রে হাটে প্রবেশ না করিয়ে হাটের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পশু প্রবেশ করাতে হবে।

০৭) একটা পশু থেকে আরেকটা পশু এমনভাবে রাখতে হবে যেন ক্রেতাগণ কমপক্ষে ৩ ফুট বা ২ হাত দূরত্ব বজায় রেখে পশু ক্রয় করতে পারেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান
জেলা প্রশাসক

স্মারক নম্বর: ০৫.৪২.৭৫০০.০০৯.২৯.০০১.২০.১০৭

তারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪২৭
২২ জুলাই ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নোয়াখালী
২) সিভিল সার্জন, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয়, নোয়াখালী
৩) মেয়র, সকল পৌরসভা, নোয়াখালী
৪) চেয়ারম্যান, সকল উপজেলা পরিষদ, নোয়াখালী
৫) জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়, নোয়াখালী
৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নোয়াখালী
৭) উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নোয়াখালী
৮) প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, নোয়াখালী
৯) ....., নোয়াখালী

মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান
জেলা প্রশাসক